অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। নাহিদের চোখে বাদশাহ্ এবং জুলেখা ।।

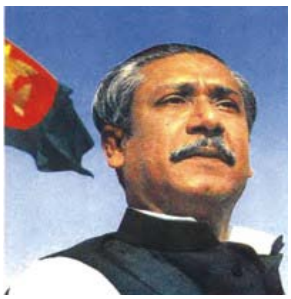
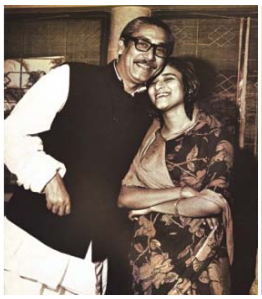

জুলেখা বাদশাহ্-র মেয়ে। বাদশাহ্-র অনেক জৌলুস। তেমনি জুলেখারও। ওদের গলায় মণি-মুক্তা স্বর্ণের হার। দিনের আলোতেও চকমক করে। টেবিল ভরা ওদের খাওয়া যা সাধারণ মানুষ কখনো চোখে দেখে না। বাদশাহ্-র প্রাসাদের চারিদিকে সৈন্যরা দিনরাত পাহারায়। বিনা অনুমতিতে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। জুলেখার পিছনে দাসদাসীরা সারাক্ষণ ব্যস্ত। কখন তার কী লাগে। জুলেখা চাওয়ার আগেই তা হাজির। আজ জুলেখার মন খারাপ। প্রাসাদের ভেতরের বাগানে পায়চারি করছে। পাখিরা আজ দেরী করছে আসতে। তাই হাতে পাখির খাবার নিয়ে মন খারাপ করে বসে আছে জুলেখা। ..... এমন একটি গল্প সেই ছোট বেলায় পড়েছিলো নাহিদ। সেই থেকে বাদশাহ্-র এবং তাঁর কন্যা জুলেখার একটা প্রতিকৃতি মনে মনে এঁকে রেখেছিলো নাহিদ। ভাবতো আচ্ছা সত্যি সত্যি কী বাদশাহ্দের এমন জীবন? ইস্ অমন বাদশাহ্র প্রসাদে যদি একবার যেতে পারতাম! যদি একটু জুলেখাকে ধরতে পারতাম!

নাহিদ ক্রমশঃ বড় হয়ে ওঠে। তখন তার বয়স বছর নয় দশ হবে। নাহিদের বাবা একজন বড় মাপের সরকারী চাকুরে। প্রায়শঃই সরকারী কাজে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করতে যান। নাহিদ ভাবে তার বাবা বোধ করি জুলেখার বাবার মত কারো সাথে দেখা করতে যান। তার নাম প্রেসিডেন্ট। তার আরো একটা নাম আছে বঙ্গবন্ধু। তবে বাবা বেশীরভাগ সময়ে বলেন 'মুজিব ভাই'।

একদিনের কথা। কোথাও যাবার আগে বাবা যেমন বলে যান কোথায় যাচ্ছেন তেমনি সেদিন বললেন ৩২ নম্বরে যাচ্ছি মুজিব ভাইয়ের ওখানে। নাহিদ ভাবলো বাবা জুলেখাদের বাড়ীতে যাচ্ছে। আর দেরী করতে পারেনি। বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললো - বাবা আমি তোমার সাথে বাদশাহ্র বাসায় যাবো।

বাদশাহ্ মানে?

প্রেসিডেন্ট মানে বাদশাহ্ না?

ঠিক আছে চল্। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে।

নাহিদের নাচানাচি কে দেখে! বাদশাহ্র প্রাসাদে যাবে। যদি জুলেখার মত বাদশাহ্র একটা মেয়ে থাকে তাকেও দেখবে। ওদেরকে হাত দিয়ে ধরা যাবে তো! সৈন্যরা যদি ওদের ঢুকতে না দেয়?

ওদের গাড়ীটা ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরের সামনে এসে দাঁড়ালো। জুলেখা বাবাকে শুধালো-

বাবা এখানে থামলে কেন?

এখানেই তো যাবো আমরা। এখানেই তো তোমার বাদশাহ্ থাকেন।

না বাবা তুমি জানো না। বাদশাহ্রা তো প্রাসাদে ..

আমাদের বাদশাহ্‌র এটাই প্রাসাদ।
চারিদিকে তেমন কোন সৈন্য নেই। কয়েকটা পুলিশ। তাদের একজন বাবাকে সেলুট করলো। বললো যান স্যার, প্রেসিডেন্ট ওপরেই আছেন আপনার অপেক্ষায়। নাহিদের মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। এমন বাদশাহ্‌র বাসায় তো ও আসতে চায়নি। এ কেমন প্রাসাদ! সবই তো ওদের বাড়ীর মত কেমন একটা গরীব গরীব ভাব। জুলেখাদের প্রাসাদ কী সুন্দর ...
বাড়ীর বারান্দায় পৌঁছতেই বাবা বললেন মুজিব ভাই - খাচ্ছেন তাই সালাম দিলাম না। ওরা কিন্তু বলেনি আপনি খাচ্ছেন। বললো যান প্রেসিডেন্ট আপনার অপেক্ষায় আছেন।
না না তাতে কোন সমস্যা নাই। খাবা নাকি? তোমার ভাবী নিজের হাতে রাঁধছে বাঁশপাবদা। ডাইলটাও খুব ভালো হইছে। খাও।
না না আমরা খেয়েই এসেছি। নাহিদকেও নিয়ে এসেছি। ওর খুব সখ। বাদশাহ্‌ দেখবে।
হা হা করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন মুজিব। বললেন এই বাদশাহ্‌ খুবই গরীব রে মা। দেখিসনা গেঞ্জি আর লুঙ্গী পইরা ভাত খাইতাছি। দেশটা গরীব বাদশাহ্‌ও গরীব। তবে দেশটা আর বেশীদিন গরীব থাকবো না। আল্লাহ যদি বাঁচায়া রাখে তয় দেখবা কয়েক বছরেই গরীব দেশটার চেহারা বদলাইয়া দিবো। কেউ আমাদের থামায়া রাখবার পারবো না। তয় তোমার নাম কী মা?
নাহিদ।
বাহ্‌ সুন্দর নাম। এই কে আছিস এই নাহিদরে কিছু খাইবার দে।
নাহিদ ভাবে বাদশাহ্‌ যদি গেঞ্জি আর লুঙ্গী পরে মাছ-ডাল দিয়ে ভাত খায় তবে ওকে আর কীই বা দেবে খেতে। ওর ইচ্ছে হচ্ছে বাবাকে টেনে নিয়ে ওখান থেকে বের হয়ে যায়। এটা একটা বাদশাহ্‌র বাড়ী হলো? এটা কী বাদশাহর খাওয়া হলো? এসব দেখে নাহিদের আর ইচ্ছে হয়নি ওই বাড়ির জুলেখাকে দেখার। দেখার চেষ্টাও করেনি আর। এর মধ্যে প্রেসিডেন্টের খাওয়া শেষে নাহিদের বাবা খাওয়ার টেবিলেই তাঁর সাথে জরুরী কথাবার্তা সারছেন। নাহিদ বারন্দায় রাখা বহু পুরাতন একটা সোফার উপর মন খারাপ করে বসে আছে। মাঝে একজন লোক এসে নাহিদকে একটা প্লেটে টোষ্ট বিস্কুট আর বাটিতে কিছু মুড়ি দিয়ে গেলো। নাহিদ ভাবলো ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এখানে আসার আগে তার খালাকে ফোন করে বলেছে - জানো খালা আমরা প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে যাচ্ছি। কত কিছু খাওয়াবে যা তোমরা কখনো চোখেও দেখনি। ও ভাবছে এখন ফিরে গিয়ে খালাকে কী বলবে?
নাহিদ কিছু খাচ্ছে না সেটা বঙ্গবন্ধু লক্ষ্য করেছেন, বললেন - খা মা গরীব বাদশাহ্‌র বাসায় এসেছিস - এই রমা কোথায় গেলি মেয়েটাকে কিছু মিষ্টি-টিষ্টি কিনে এনে দে না।
নাহিদের বাবা বললেন আপনারও মিটিং-এ যেতে হবে আমারও কাজ আছে মিষ্টি এখন থাক।
নাহিদ মনে মনে বলছে এখন আমাকে মিষ্টি দিলেও খাবো না। কিচ্ছু খাবো না।
কাজ শেষে নাহিদের বাদশাহ্‌ নাহিদকে ডেকে কোলে বসিয়ে আদর করতে করতে অনেক গল্প করলেন। বললেন তোর বাদশাহ্‌র বাড়ি ঘর খাওয়া দাওয়া দেখে মোটেই পছন্দ হয়নি আমি বুঝতে পেরেছি মা। আসলে এটা আমার নিজের বাড়ি। বাদশাহ্‌র একটা বাড়ি আছে যার নাম বঙ্গভবন যেটা দেখলে তোর হয়তো ভালো লাগতো। আমি ওখানে অফিস করি কিন্তু থাকি এখানে। এখানে থাকলে আমার মনে হয় দেশের মানুষের মধ্যেই আছি। ওখানে থাকলে আমার বাদশাহ্‌ বাদশাহ্‌ মনে হয়। আমি তো বাদশাহ্‌ হতে চাই না। আমি তো সাধারণ মানুষ (বলে আবার সেই হাসি হা.. হা.. হা.. করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন)। জিজ্ঞেস করলেন কী পড়িস, বড় হয়ে কী হবি - বাদশাহ্‌ হবি ! (আবার হাসি)। আরো অনেক কথা বললেন নাহিদকে।
এবার তো নাহিদের হিসেবনিকেশ উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। তার সেই জুলেখার গল্পের মধ্যে যে বিষয়টি ছিলো না অর্থাৎ বাদশাহ্‌র মন আদর ভালোবাসা তা তো এই গরীব বাদশাহ্‌র বুক জুড়ে। নাহিদ তার আক্ষেপ ভুলে গেলো। ও ভাবলো আরো একজন বড় বাদশাহ্‌র দেখা পেলো আজ। খুশীতে যাবার সময় বঙ্গবন্ধুর পা ছুঁয়ে সালাম করতেই তিনি আবার ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন।
সময় গড়িয়ে যায়। নাহিদের কাছে বাদশাহ্‌র সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে ইতোমধ্যে। বাবার চাকরীর কারণে নাহিদরা তখন বিদেশে। এরই মধ্যে বাসায় একদিন বাবার চিৎকারে নাহিদ দৌড়ে আসে। বাবা নাহিদকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন - নাহিদরে তোর বাদশাহ্‌রে মেরে ফেলেছে রে - সব শেষ হয়ে গেলো। নাহিদ বাবার সাথে

কাঁদতে কাঁদতে বলে - জুলেখার বাবার প্রাসাদে চারিদিকে সৈন্য ছিলো কিন্তু আমাদের বাদশাহ্‌র বাড়ীতে পাহারায় কোন সৈন্য আমি দেখিনি। কে বাঁচাবে বাদশাহ্‌কে?

নাহিদ প্রায়ই নিভৃতে কাঁদে ওর বাদশাহ্‌র জন্য। সেই আদর যেন এখনো ওর গায়ে লেগে আছে। ভাবে গরীব বাদশাহ্‌ কে কিসের জন্য মারবে? ওঁর তো কিছু নেই।

পঁচাত্তরের নভেম্বরে বাবার সাথে নয়া দিল্লীতে এসেছে নাহিদ। ওদের পুরো পরিবারই এসেছে। বঙ্গবন্ধু নিহত হবার কারণে সরকারেরও পরিবর্তন হয় আর সেকারণে নাহিদের বাবার চাকরীটাও চলে যায়। তিনি স্বপরিবারে নয়া দিল্লী এসেছেন। চেষ্টা করছিলেন দিল্লীর সহায়তায় দেশে ফিরতে পারেন কিনা। ভারত সরকার নিরাপত্তা জনিত কারণে তাঁকে দিল্লীর বাইরে কোথাও যাবার অনুমতি দেয়নি। তিনি স্বপরিবারে কিছুদিন দিল্লীতেই থাকলেন। ইতোমধ্যে তিনি জেনেছেন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা, নাতি নাতনি এবং জামাই ভারত সরকারের নিরাপত্তায় দিল্লীতেই অবস্থান করছেন। তাদের সাথে যোগাযোগ করে একদিন গেলেন তাদের বাসায়।

যাবার সময় নাহিদ ভাবছে সেদিন বত্রিশ নম্বরে বাদশাহ্‌র সাথে দেখা হলেও জুলেখাদের সাথে দেখা হয়নি। আজ দেখবে। জুলেখারা নিশ্চয়ই খুব কান্নাকাটি করছে। এটা ভাবতেই নিজে এক পশলা কেঁদে নিলো।

বাড়ীর নিরাপত্তা কর্মীকে পরিচয় দেবার পর ওরা ভেতরে ঢুকলো। দুই বোন নাহিদের বাবাকে দেখে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলো। ওরা বলছে - চাচা আমাদের এখন কী হবে? আমরা এতিম হয়ে গেলাম। নাহিদের বাবা মা নাহিদ কেউ চোখের পানি আটকে রাখতে পারেনি। চারিদিকে বাতাস ভারি হয়ে গেছে। থমকে গেছে সব কিছু। কেবল থামছে না কান্নার রোল। নাহিদের বাবা মা নানাভাবে শান্তনা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকলেন। এক পর্যায়ে শুধু বললেন - মা যে ক'দিন দিল্লী আছি প্রতিদিন তোমাদের আগলে রাখবো। দুই বোন জার্মানী থেকে এখানে এসে যেন প্রথম কোন প্রিয়জনের মুখ দেখলেন। কাছের কাওকে পেলেন যার কাছে কষ্টের বোঝা লাঘব করা যায়।

কথা রেখেছিলো নাহিদরা। যতদিন দিল্লীতে ছিলো প্রতিদিনই গেছে ওই বাড়ীতে। অবাক হয়ে দেখেছে বাদশাহ্‌র দুই জুলেখাকে। ওর সেই ছোটবেলার গল্পের জুলেখার সাথে এদের কোন মিল নেই। বড়বোন ছোট বোনকে আগলে রাখছে। নিজে হাতে রান্না করে পুরো পরিবারকে খাওয়াচ্ছে। ছোট্ট জয় পুতুল নতুন নানা নানি পেয়ে খুব খুশী। বড় জুলেখাকে দেখে নাহিদ ক্রমশঃ অভিভূত হয়ে পড়ছে। রান্নাবান্না, সেলাই -ফোঁড়াই ধোয়া মাজা সব এক হাতে করছে। ঠিক যেন সেই বত্রিশ নম্বরের সেই হারিয়ে যাওয়া বাদশাহ্‌র প্রতিচ্ছবি। তেমন করেই কথা বলে তেমন করেই আদর করে।

মাঝে মাঝে ওদের সাথে বাইরে বেড়াতে যায় যাতে ওদের মনটা একটু ভালো হয়। সব সময় তা হয়েও ওঠে না নিরাপত্তারক্ষীদের কারণে। তাদের অনুমতি ছাড়া কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। একদিন নাহিদ ছোট জুলেখাকে বললো - আপা চলেন আমরা একটা মুভি দেখে আসি। সারাদিন ঘরে বসে থাকা তাই হয়তো আপনার ভালো লাগতে পারে। অনেক কষ্টে নিরাপত্তারক্ষীদের অনুমতি পাওয়া গেলো এই শর্তে যে তাদের সাথে নিরাপত্তারক্ষীদের কয়েকজন যাবে। শর্তে রাজি হয়ে তারা গেলো ছবি দেখতে। সে সময়কার সর্বাধিক হিট ছবি 'সোলে"। ছবির প্রথমাংশ ওরা বেশ উপভোগ করেছে কিন্তু যে মুহূর্তে গাব্বার সিং (আমজাদ খান) ও তার দলবল আচমকা এসে একে একে ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে চলে গেলো এবং তারপর সেই সারি সারি পুরুষ মহিলা এবং শিশুর লাশ পর্দায় আসতে লাগলো ছোট জুলেখা যেন তার পরিবারের সেই অদেখা হত্যাযজ্ঞ এখন নিজের চোখে দেখছে। দেখছে তার ছোট ভাইটিরও লাশ। আর সইতে পারেনি। নাহিদকে জড়িয়ে ধরে হলের মধ্যে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। নিরাপত্তা রক্ষীরা ছুটে এসে ওদের হলের বাইরে নিয়ে এলো। ক্রন্দনরত নাহিদ বলতে থাকে আপা আমি সরি আমি তো জানতাম না এ ছবির মধ্যে কী আছে। এবার ছোট জুলেখা নাহিদকে জড়িয়ে ধরে আরো কাঁদতে থাকে। নাহিদ ভাবে কোথায় গেলো সেই বাদশাহ্‌ তিনি তো জানতেও পারলেন না তাঁর জুলেখাদের কী কষ্ট।

এমনি করেই নাহিদ পনেরো আগস্টে ভাবে তার বাস্তবের বাদশাহ্‌র কথা। ভাবে তার বাবার কথা মায়ের কথা। কেউ আর নেই। সবাই চলে গেছে। শুধু দুই জুলেখা এখনোতো ঠিকই ফুটে আছে। ওদের মধ্যেই বেঁচে থাকুক ওর বাদশাহ্‌ । বেঁচে থাকুক বাদশাহ্‌ তাঁর দেশের মানুষের বুকে। চিরদিন।